ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর (FAQ)

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এ গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে?

উত্তর: ‘এজেন্ডা ২০৩০’ বা ‘সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি)’ হিসেবে পরিচিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের এক শীর্ষ বৈঠকে ১৯৩টি সদস্য রাষ্ট্র দ্বারা গৃহীত হয়। এসডিজি ১ জানুয়ারি ২০১৬ থেকে কার্যকর হয়েছে। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলো ২০৩০ সালের মধ্যে এসডিজি বাস্তবায়ন করার জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এসডিজি’র একটি গুরুত্বপূর্ণ অভীষ্ট হচ্ছে এসডিজি ১৬, যেখানে ‘টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ’ করার কথা বলা হয়েছে। এর অন্তর্ভুক্ত লক্ষ্য ১২টি এবং সূচক ২৩টি। এসডিজি’র অন্যান্য অভীষ্ট অর্জনের জন্যও এই অভীষ্ট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র জাতিসংঘ নির্ধারিত লক্ষ্যগুলো অর্জনের অগ্রগতি জানিয়ে ‘স্বেচ্ছাপ্রণোদিত জাতীয় পর্যালোচনা’র মাধ্যমে প্রতিবেদন দাখিল করতেও অঙ্গীকারবদ্ধ। এই প্রক্রিয়ায় সরকারের অগ্রগতি প্রতিবেদনের পরিপূরক হিসেবে স্বতন্ত্র বিশ্লেষণের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সুশাসন নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সরকারকে সহযোগিতা প্রদান করা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের আইনি ও কাঠামোগত প্রস্তুতি কেমন, বাস্তব পরিস্থিতি এবং বিশেষ করে এসডিজি ১৬ অর্জন করার ক্ষেত্রে বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো কী কী তা চিহ্নিত করে সহায়তা করার জন্য এই গবেষণা হাতে নেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এ গবেষণার উদ্দেশ্য ও পরিধি কী?

উত্তর: এই গবেষণার উদ্দেশ্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর কয়েকটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা। এই গবেষণায় এসডিজি ১৬’র ১২টি লক্ষ্যের মধ্যে চারটি লক্ষ্য পর্যালোচিত (১৬.৪, ১৬.৫, ১৬.৬, ১৬.১০) হয়েছে। দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট বলে এসব লক্ষ্য নির্বাচিত হয়েছে। নির্বাচিত লক্ষ্যগুলোর মধ্যে যেসব বিষয় দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসনের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত নয় সেগুলো পর্যালোচিত হয়নি।

প্রশ্ন ৩: এ গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

উত্তর: এটি একটি গুণগত গবেষণা - প্রধানত গুণগত ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহৃত হয়েছে। পরোক্ষ উৎস যেমন: সংশ্লিষ্ট আইন ও নীতি, গবেষণা প্রতিবেদন, আন্তর্জাতিক সূচক, দেশভিত্তিক প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন, জাতীয় তথ্যভাণ্ডার, গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এছাড়া মুখ্য তথ্যদাতা হিসেবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ের বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, সরকারি কর্মকর্তা, পেশাজীবী ও সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার গৃহীত হয়েছে।

গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি লক্ষ্য নিম্নলিখিত তিনটি আঙ্গিকে বিশ্লেষিত হয়েছে:

প্রস্তুতি: এখানে সংশ্লিষ্ট লক্ষ্য সংক্রান্ত আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো কেমন তা পর্যালোচিত হয়েছে;

বাস্তবতা: আইনি, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর প্রায়োগিক বাস্তবতা আলোচনা করা হয়েছে; এবং

চ্যালেঞ্জ: প্রায়োগিক ঘাটতির কারণ চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৪: এ গবেষণার সময়কাল কী?

উত্তর: এপ্রিল - আগস্ট ২০১৭ সময়ের মধ্যে এই গবেষণা কার্যক্রমের তথ্য সংগ্রহ ও প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫: এ গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফল সম্পর্কে টিআইবি'র সার্বিক পর্যবেক্ষণ কী?

উত্তর: সার্বিকভাবে বলা যায়, গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত এসডিজি ১৬-এর লক্ষ্যগুলোর বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রায় সবগুলোর ক্ষেত্রে কিছু কিছু ঘাটতি রয়েছে। বাংলাদেশে আইন, নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রস্তুতি যথেষ্ট পরিপুষ্ট হলেও কিছু ক্ষেত্রে আইনি দুর্বলতা রয়েছে, অন্যদিকে কিছু ক্ষেত্রে আইনের অনুপস্থিতিও রয়েছে। অনেকক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ সীমিত বা চর্চায় ঘাটতি রয়েছে, এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে আইনের অপব্যবহার পরিলক্ষিত হয়েছে। দলীয় বিবেচনায় আইনের প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়েছে।

বিভিন্ন উদ্যোগ সত্ত্বেও বাংলাদেশে দুর্নীতি ও ঘুষ, অর্থপাচার, মৌলিক স্বাধীনতার ব্যত্যয় ও মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে। জাতীয় শুদ্ধাচার কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো প্রত্যাশিত পর্যায়ে কার্যকর নয় এবং কার্যকর না হওয়ার পেছনে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা, নির্বাহী বিভাগ ও প্রশাসনের আধিপত্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেশিরভাগ প্রতিষ্ঠানেই জনগণের কাছে জবাবদিহিতার কোনো কাঠামো নেই, এবং এসব প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীণ জবাবদিহিতা ব্যবস্থাও দুর্বল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ পর্যাপ্ত নয়।

প্রশ্ন ৬: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

উত্তর: গবেষণার পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে টিআইবি'র পক্ষ থেকে আইনি সংস্কার, প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায় ও প্রায়োগিক পর্যায় - এই তিনভাগে সুপারিশ প্রস্তাব করা হয়েছে। প্রস্তাবিত সুপারিশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুপারিশ নিচে উপস্থাপিত হলো:

আইনি সংস্কার

১. সাংবিধানিক ও সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রধান ও সদস্যদের নিয়োগে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট যোগ্যতার মাপকাঠি নির্ধারণ করতে হবে, এবং স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।
২. সংবিধানের ৭০ ধারা সংশোধন করে কয়েকটি বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সংসদ সদস্যদের নিজ দলের সিদ্ধান্তের বাইরে/ বিরুদ্ধে ভোট দেওয়ার অনুমোদন দিতে হবে।
৩. অধস্তন আদালতের ওপর আইন মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণমূলক ধারা বাতিল করতে হবে।
৪. সরকারি কর্মচারীদের স্বচ্ছতা, দায়বদ্ধতা, অধিকার ও দক্ষতা নিশ্চিত করার জন্য পাবলিক সার্ভিস আইন প্রণয়ন করতে হবে।
৫. পুলিশকে জনবান্ধব করার জন্য পুলিশ আইন ১৮৬১ সংস্কার, বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪-এর ৫৪ ধারা বাতিল করতে হবে।
৬. স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্থানীয় সংসদ সদস্যদেরকে উপদেষ্টা করার বিধান রহিত করতে হবে।
৭. নির্বাচন কমিশনের গঠন, কমিশনারদের নিয়োগ প্রক্রিয়া ও কার্যক্রম সুনির্দিষ্ট করার জন্য আইন প্রণয়ন করতে হবে।
৮. জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মানবাধিকার লঙ্ঘন সংক্রান্ত অভিযোগের তদন্ত ও মামলা করার ক্ষমতা দিতে হবে।
৯. তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এ ব্যবসায়, রাজনৈতিক দল, গণমাধ্যমকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
১০. তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০১৩ এর ৫৭ ধারা বাতিল করতে হবে।
১১. বৈদেশিক অনুদান আইন ২০১৬-এর ১৪ ধারার নিবর্তনমূলক অংশ বাতিল করতে হবে।

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়

১. **প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য সহায়ক সংস্থাগুলোর জনবল কাঠামো পর্যালোচনা করে প্রয়োজনে জনবল বাড়ানো, প্রেষণে নিয়োগের পরিবর্তে নিজস্ব কর্মীদের পদায়ন, এবং কর্মীদের দক্ষতা ও অবকাঠামোগত সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

২. **আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুর্নীতি দমনে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী প্রতিষ্ঠানের (দুদক, সিএজি, বিচার বিভাগ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা) জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ দিতে হবে।

৩. **অর্থপাচার প্রতিরোধে সক্ষমতা বৃদ্ধি:** দুদক, এনবিআর, মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মতো আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর জন্য অর্থপাচার তদন্ত ও মামলা পরিচালনার জন্য নির্দিষ্ট ইউনিট থাকতে হবে; অর্থপাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে আন্ডার-ইনভয়েসিং, ওভার-ইনভয়েসিং চিহ্নিত করার জন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতায়িত করতে হবে।

৪. **প্রণোদনা:** প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার জন্য ইতিবাচক ও নেতিবাচক প্রণোদনা দিতে হবে।

প্রায়োগিক পর্যায়

১. **বেজলাইন জরিপ পরিচালনা:** জাতীয় শুদ্ধাচার প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে জনগণের আস্থা ও সন্তুষ্টি, ঘুষ ও দুর্নীতির অভিজ্ঞতা সম্পর্কে দেশব্যাপী বেজলাইন জরিপ বিবিএস-এর মাধ্যমে জরুরি ভিত্তিতে সম্পন্ন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে বস্তুনিষ্ঠতা রক্ষার স্বার্থে সরকারি ও বেসরকারি বা নাগরিক সমাজ কর্তৃক সংগৃহীত উপাত্তের মধ্যে পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে সমন্বয় করা প্রয়োজন।

২. **লক্ষ্যভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন:** এসডিজি বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনায় এসডিজি ১৬-কে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে সরকারকে ২০৩০ পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা/ মাইলফলক নির্ধারণ করা প্রয়োজন (যেমন ২০৩০ সালের মধ্যে কতটুকু দুর্নীতি ও ঘুষ কমাতে হবে, বা সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট সেবাগ্রহীতাদের হার কতটুকু বাড়াতে হবে তার লক্ষ্যমাত্রা ঠিক করা)।

৩. **দুর্নীতির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ:** দুর্নীতির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সদিচ্ছা প্রকাশের জন্য দুর্নীতিগ্রস্ত জনপ্রতিনিধি, উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ও দৃশ্যমান ব্যবস্থা নিতে হবে।

৪. **দুর্নীতির মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি:** দুর্নীতির মামলার কার্যকর ও সময়ানুগ তদন্ত ও নিষ্পত্তি নিশ্চিত করতে হবে।

৫. **স্বচ্ছ ক্রয় প্রক্রিয়া:** সব সরকারি প্রতিষ্ঠানের সব ক্রয়ের জন্য ই-প্রকিউরমেন্ট প্রচলন করতে হবে।

৬. **বিচার-বহির্ভূত হত্যার তদন্ত:** সব ধরনের বিচার-বহির্ভূত হত্যা, গুম ও পুলিশী হেফাজতে মৃত্যুর তদন্তের জন্য বিচার-বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করতে হবে।

প্রশ্ন ৭: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

উত্তর:টিআইবি স্বপ্রণোদিত হয়ে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবি'র কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি ডকুমেন্ট, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবি'র ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া জনগণের তথ্য অধিকারের স্টেকহোল্ডার হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবি'র তথ্য সরবরাহের জন্যে নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। টিআইবি'র উল্লিখিত গবেষণা প্রতিবেদন সংক্রান্ত অতিরিক্ত আরও কিছু জানতে চাইলে ফোন বা ই-মেইলের মাধ্যমে তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে: ম্যানেজার, রিসোর্স অ্যান্ড ইনফরমেশন সেন্টার, ফোন ০১৭১৩০৬৫০১৬, ই-মেইল info@ti-bangladesh.org।

টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬: দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যের ওপর বাংলাদেশের প্রস্তুতি, বাস্তবতা ও চ্যালেঞ্জ' শীর্ষক গবেষণাটির মূল প্রতিবেদন ও সার-সংক্ষেপসহ অন্যান্য ডকুমেন্ট টিআইবি'র ওয়েবসাইটে (www.ti-bangladesh.org) প্রকাশ করা হয়। এছাড়া যে কেউ ই-মেইলে (info@ti-bangladesh.org) বা সরাসরি টিআইবি অফিস থেকে প্রতিবেদনটি সংগ্রহ করতে পারেন।

****